Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মঙ্গলবার the 30 day of জানুয়ারী, ২০২৪

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইবুনাল মামলা নং- ২১৪৮/২০১২, ১১৪৬/১৩ ও ৩৩৫৮/২০১২

১. অলক কুমার মজুমদার গং ০২ জন

২. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন গং ০৩ জন

৩. স্বপন কুমার মজুমদার গং ০২ জন Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে

জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২৬/০৬/১৬ খ্রিঃ, ১৪/০৭/১৬ খ্রিঃ, ০৮/০৮/১৬ খ্রিঃ, ৩০/০৮/১৭ খ্রিঃ ; ০২/০৮/১৮ খ্রিঃ, ৩০/০৯/১৮ খ্রিঃ, ২৮/১০/১৮ খ্রিঃ, ১৮/০৬/১৯ খ্রিঃ, ০৪/০৭/১৯ খ্রিঃ, ১৫/০৪/১৯ খ্রিঃ ও ৩০/১১/২০২৩ খ্রিঃ।

In presence of

১. জনাব এ. কে. এম. শাহাজাহান

২. জনাব সুমন দত্ত

৩. জনাব সুজিত বিকাশ দত্ত ----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

১. জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

১) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৩৩৫৮/২০১২ মামলার গত ১২/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের ৩৪ নম্বর আদেশে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, অত্র মামলাটি অত্রাদালতের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ২১৪৮/২০১২ এবং ১১৪৬/২০১৩ নম্বর মামলার সঙ্গে Analogous Trial হবে। ইহা তিনটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মামলার এনালোগাস রায়।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ২১৪৮/২০১২ এর প্রার্থীকপক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

২) চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **জামিরজুরী** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেটের ৩১৮ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলোক্ত ৩.১৭৫০ একর সম্পত্তির মালিক ছিলেন গনেশ চন্দ্র। তার নামে আর. এস. ১৩৬২, ২৯৬, ৩১০৪, ২৫০৫, ১৯০৯, ২১২৬, ৩১২, ২৬৬৭, ২১১৮, ১৮৮৯, ২০৫৯, ২৩৯৯, ২০৭৪, ৩১০৮ নং খতিয়ান প্রচারিত আছে। উক্ত সম্পত্তি পরবর্তীতে বি এস ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৩, ১০৭৫, ১৯৩৫, ১৯৩৮ নং খতিয়ান অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত গনেশ চন্দ্র মরনে দুই পুত্র মুকুন্দ শংকর মজুমদার এবং ব্রজগোপাল মুজমদার ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে।

৩) অপর আর. এস. ৩১০৮ নং খতিয়ানের মালিক রামকৃষ্ণ হয়। খাজনা বকেয়া হইলে রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ২৪২/৫২ নং কর মামলা হয়। পরবর্তীতে ৪৩৩/৫২ নং করজারী মামলায় উক্ত সম্পত্তি নিলামে মুকুন্দ শংকর, ব্রজগোপাল, শশাঙ্ক মোহন, হরেন্দ্র লাল, রাজেন্দ্র লাল গং খরিদ করেন এবং যথানিয়মে বয়নামা ও দখল দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে ব্রজগোপাল মজুমদার ভ্রাতা মুকুন্দ শংকরকে এদেশে একমাত্র ওয়ারিশ রেখে ভারতবাসী হন। উক্ত মুকুন্দ শংকর তৎ পিতা গনেশ চন্দ্রের একমাত্র ওয়ারিশ হিসেবে সমস্ত সম্পত্তিতে ভোগ দখলকার থাকা অবস্থায় ০৪ পুত্র দীপক মজুমদার, পুলক মজুমদার, রূপক মজুমদার এবং অলক মজুমদার কে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। দীপক মজুমদার স্ত্রী কৃষ্ণা মজুমদার এবং কন্যা অলক মজুমদারকে রেখে মারা যান যারা ১৯৮১ সনের দিকে নিরুদ্দেশ হন। ফলে তৎ স্বত্ব অপর তিন ভ্রাতা প্রাপ্ত হয়। অপরদিকে পুলক মজুমদার ভারতবাসী হলে তৎ ত্যাজ্যবিত্তে রূপক মজুমদার এবং অলক মজুমদার এদেশে বসবাসকারী একমাত্র ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকেন। দরখাস্তকারীগণ তফশীলোক্ত সম্পত্তি ২৬১/৮২-৮৩ নং ভি. পি. কেস মূলে ইজারা লাভে ভোগদখলকার হন। এভাবে তফসিলোক্ত সম্পত্তি দরখাস্তকারীগণ উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হিসেবে এবং ইজারামূলে ভোগদখলকার থাকায় উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার হকদার।

৪) প্রার্থীকপক্ষের মামলার আরো বক্তব্য হলো দরখাস্তকারীগণ বিগত ১২/০১/১৯৮৩ ইং তারিখে ৩০০ নং কবলামুলে নালিশী আর এস ২৯৬ খতিয়ানের ৩১৮৬,৩৪৬৮,৩৯৫৭ দাগাদিতে তাদের স্বত্বাংশীয় ভুমি ওবেদুর রহমানের নিকট বিক্রয় করায় আর এস ৩১৮৬/৩৪৬৮ দাগাদির ভুমিতে তাদের কোনরুপ দাবি নেই। (১৯/০৪/২০১৮ ইং তারিখের সংশোধনী মতে)

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৩৩৫৮/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

৫) চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **জামিরজুরী** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৩০৯ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তপশীলোক্ত আর. এস. ১২৭, ৩৯৮, ৫৪, ৪৬৫, ৩১০৪,

৫৫৬, ১৮৮৯, ২১২৬, ১৯০৯, ২৫০৫, ২৯৬, ১৩৬২, ২১১৮, ২০৫৯, ২৩৯৯, ২০৭৪, ৩১২, ৩১০৮ নং খতিয়ানাদির সামিল বি. এস. ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১০৭৩, ১৯৩৫, ১০৭২, ১০৭১, ১০৭৫, ১৯৩৬ নং খতিয়ানের ৫.৪০ একর সম্পত্তি অত্র মামলার নালিশী সম্পত্তি হয়।

৬) তফশীলোক্ত আর. এস. ১২৭ ও ৩৯৮ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মূল মালিক প্যারী মোহন পাল মরণে তিন পুত্র চক্রেশ্বর পাল, সুখেন্দু বিকাশ পাল এবং সুধাংশু বিমল পাল ওয়ারিশ থাকেন। চক্রেশ্বর পাল মরণে পুত্র নরেন্দ্র বিজয় পাল মালিক হন। উক্ত সুকেন্দু , সুধাংশু এবং নরেন্দ্র একত্রে ২৫/৩/১৯৪৬ তারিখের ১২০৫ নং কবলা মূলে তাদের স্বত্বাংশীয় উক্ত সম্পত্তি শশাঙ্ক মোহন মজুমদার, হরেন্দ্র লাল মজুমদার এবং রাজেন্দ্র লাল মজুমদার বরাবর হস্তান্তর করেন। একইভাবে তফশীলোক্ত আর. এস. ৫৪ নং ৪৬৫ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে বিরাজ চন্দ্র И(বার) আনা অংশে মালিক ছিলেন। বিরাজ চন্দ্র এর মৃত্যুতে পুত্র রেবতী মালিক হয়। রেবতী মোহন দে বিগত ২৩/৬/১৯৫৩ তারিখের ২৩৭৭ নং কবলা মূলে ৪৫ শতক ভুমি হরেন্দ্র লাল মজুমদার ও রাজেন্দ্র লাল মজুমদার বরাবর হস্তান্তর করেন। এছাড়া তফসিলোক্ত আর এস ৩১০৪, ২১২৬, ১৯০৯, ২৫০৫, ২৯৬ ,১৩৬২, ২১১৮, ২০৫৯, ২৩৯৯, ৫৫৬, ৩১২, ২০৭৪ এবং ১৮৮৯ ও ৩১৩৯ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে উক্ত শশাঙ্ক মোহন, হরেন্দ্র লাল ও রাজেন্দ্র লাল তুল্যাংশে মালিক স্বত্ববান ছিলেন।

৭) তফসীলোক্ত আর. এস. ৩১০৮ নং খতিয়ানের মূল মালিক ছিলেন রামকৃষ্ণ। রাম কৃষ্ণের সম্পত্তি বকেয়া খাজনার দায়ে নিলাম হলে ৪৩৩/৫২ নং করজারি মামলা সূত্রে মুকুন্দ শংকর, ব্রজগোপাল, শশাঙ্ক মোহন, হরেন্দ্র লাল ও রাজেন্দ্র লাল নিলাম খরিদ্দার হন। তৎমূলে বয়নামা ও দখলনামা প্রাপ্ত হন। উক্ত নিলাম খরিদ্দার শশাঙ্ক মোহন এবং রাজেন্দ্র লাল নিলামকৃত সম্পত্তিতে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় ভারতবাসী হলে তৎ সম্পত্তি অপর ভ্রাতা হরেন্দ্র লাল মজুমদার প্রাপ্ত হন। এভাবে শশাঙ্ক মোহন ও রাজেন্দ্র লাল ও হরেন্দ্র লাল নালিশী খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় শশাঙ্ক মোহন ও রাজেন্দ্র লাল ভারতবাসী হন এবং যাওয়ার পূর্বে তাদের সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতা হরেন্দ্র লাল মজুমদারের বরাবরে অর্পন করে যান। হরেন্দ্র লাল মজুমদার মরনে তিন পুত্র স্বপন, শিশির এবং তুষার অত্র দরখাস্তকারীগণ ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। পরবর্তীতে শশাঙ্ক মোহন এবং রাজেন্দ্রের সম্পত্তি অর্পিত হলে দরখাস্তকারীগণ ভি. পি. কেস নং ২০১/৮০-৮১ মূলে উক্ত সম্পত্তির ইজারা গ্রহন পূর্বক ভোগদখলকার নিয়ত থাকেন।

৮) ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জামিরজুরী মৌজার গেজেটের ৩০৯ নং ক্রমিকের ২০১/৮০-৮১ নং ভি.পি কেস অন্তর্গত সম্পত্তির দাগ খতিয়ান ও ভুমির পরিমান সম্পর্কিত বেশ কিছু মুদ্রণজনিত ত্রুটি বিদ্যমান থাকায় সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে আরজির ২ নং তফসিলে লীজ মোতাবেক শুদ্ধ দাগ খতিয়ান উল্লেখে শুদ্ধ তফসিল প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ১/২ নং তফসীলের দাবীই ২০১/৮০-৮১ নং মামলা মূলে দরখাস্তকারীগণের দাবী। সেই সাথে ৩নং তফসীলের ৬৮/৭৫-৭৬ নং ভি. পি. মামলার সম্পত্তিরও অবমুক্তির দাবী করেন। কারন শশাঙ্ক মোহন মজুমদার এবং রাজেন্দ্র লাল মজুমদারের সম্পত্তি সর্বপ্রথম ৬৮/৭৫-৭৬ নং ভি. পি. কেস মূলে অর্পিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি সহ কতেক সম্পত্তি মিলে মোট-

৫.৪০ একর সম্পত্তি একত্রে অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করিয়া ২০১/৮০-৮১ নং ভি. পি. মিস মামলার সৃষ্টি করিলে দরখাস্তকারীগণ উক্ত মামলা মূলে ইজারা নিয়ে অদ্যাবধি ভোগদখলকার আছেন। দরখাস্তকারীগণ তফসীলোক্ত সম্পত্তিতে মৌরশী সূত্রে সহ অংশীদার এবং ইজারামুলে ভোগদখলে থাকায় উহা অবমুক্তি পাবার হকদার হন।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ১১৪৬/২০১৩ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

৯) চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানার জামিরজুরী মৌজার আর. এস. ২৯৬ নং খতিয়ানের আর. এস. ৩১৮৬ দাগের সম্পত্তি সহ অন্যান্য সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন গণেশ চন্দ্র গং এবং তাদের নামে আর. এস. জরিপ চুড়ান্ত প্রচার আছে। গণেশ চন্দ্র মরনে তৎ ত্যাজ্য বিত্তে মালিক দখলকার হন ২ (দুই) পুত্র মুকুন্দ লাল মজুমদার ও ব্রজ গোপাল মজুমদার। মুকন্দ লাল মজুমদার মরনে তৎ ত্যাজ্য বিত্তে মালিক দখলকার হন ৩ (তিন) পুত্র দীপক কান্তি, রূপ কান্তি ও অলক কান্তি। পারিবারিক আপোষ বন্টনে তফসিলোক্ত সম্পত্তি রূপক কান্তি মজুমদার ও অলক কান্তি মজুমদার প্রাপ্ত হইয়া বিগত ১২/১/১৯৮৩ ইং তারিখে ৩০০ নং কবলা মূলে ওবেদুর রহমানের নিকট বিক্রয় করেন।

১০) উক্ত ওবেদুর রহমানের মৃত্যুতে ২ (দুই) পুত্র মিঞা হোসেন, আমির হোসেন এবং ২(দুই) কন্যা গোলতাজ খাতুন ও জরিমন খাতুন ওয়ারীশ থাকে। ওবেদুর রহমানের উক্ত ওয়ারিশগণ গত ২৩/১/১৯৯৪ ইং সনে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩৫ নং কবলা মূলে বাদীর নিকট বিক্রীয় করেন। খরিদের কাল থেকে বাদী তপশীলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। তপশীলোক্ত সম্পত্তি গেজেটের ৩০৮ নং ক্রমিকে ভুলক্রমে রাজেন্দ্র লাল এর ভুল আর. এস. খতিয়ান উল্লেখে আর. এস. ৩১৮৬ দাগের সামিল বি. এস. ১৯৩৮ নং খতিয়ানে বি. এস. ৪৪৫৭ দাগে সর্বমোট ২২ শতকের আন্দরে ৫৫০ শতাংশ সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে প্রকাশ করা হয়। গেজেটে প্রকাশিত বর্ণিত সম্পত্তি কথিত রাজেন্দ্র লাল কখনো ভোগ দখল করেন নাই। উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিক ছিলেন আর এস রেকর্ডী গনেশ চন্দ্র। তপশীলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা ভুক্ত হওয়ার আইনগত কোন ভিত্তি নাই। উল্লেখ্য যে, প্রার্থীকগণের পিতা মোঃ নুরুল ইসলাম বিগত ০৩/০৭/১৯ ইং তারিখের ১৭৯৩ নং হেবার ঘোষনা পত্র দলিল মূলে নালিশী ও অনালিশী দাগের জমি ১(ক)-১(ঘ) নং বাদী প্রার্থীকের বরাবরে দান করিয়া আপোষ মতে বি. এস. ৪৪৫৭ দাগে অর্থাৎ নালিশী দাগে দখল অর্পন করেন। প্রার্থীকগণ নালিশী জমিতে দানপত্র সূত্রে স্বত্ববান ও ভোগ দখলকার নিয়ত আছেন। (সংঃ দঃ তাং- ৩০/১১/২৩ ইং) এমতাবস্থায় আবেদনকারীগণ তপশীলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার হকদার হন।

১১) **উক্ত তিনটি মামলায় ১-৪ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-**

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় । সরকার ভিপি মামলা নং ৬৮/৭৫-৭৬ , ২০১/৮০-৮১ এবং ২৬১/৮২-৮৩ মূলে জনৈক ব্যক্তির বরাবরে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

১২) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-২১৪৮/২০১২)**

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-১১৪৬/২০১৩)**

১। প্রার্থী তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?

বিচার্য বিষয় ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-**৩৩৫৮/২০১২**)

১। প্রার্থীগণ তাহাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা?"

সাক্ষ্য উপস্থাপন (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২১৪৮/২০১২)

১৩) প্রার্থীপক্ষ মামলা প্রমানার্থে ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **অলক কুমার মজুমদার (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। জামিরজুরী মৌজার আর এস **২৯৬, ৩১২, ১৩৬২, ১৯০৯, ১৮৮৯, ২০৫৯, ২০৭৪, ২১১৮, ২১২৬, ২৩৯৯, ২৫০৫, ২৬৬৭, ৩১০৪, ৩১০৫, ৩১০৮** নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী -১ সিরিজ
২। জামিরজুরী মৌজার বি এস -৬৩৫, ১০৭১, ১০৭২, ১০৭৩, ১০৭৪, ১০৭৫, ১২৯৬, ১৩৩৮, ১৯৩৫, ১৯৩৮ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। ওয়ারিশান সনদপত্র ০৩ ফর্দ	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। ডি সি আর ০৫ ফর্দ	প্রদর্শনী-৫ সিরিজ
৬। ইজারার আবেদনপত্র	প্রদর্শনী-৬
৭। ০৮/০৩/১৯৮৭ ইং তারিখের ইজারা চুক্তিপত্র	প্রদর্শনী-৭
৮। করজারি ৪৩৩/১৯৫২ নং মামলার বয়নামা ও আদেশের সি.সি	প্রদর্শনী-৮ সিরিজ
৯। ইনফরমেশন স্লিপ	প্রদর্শনী-৯
১০। গেজেটের ফটোকপি	পদর্শনী-১০

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩৩৫৮/২০১২)

১৪) প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **তুষার কান্তি মজুমদার (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। গেজেটের কপি	প্রদর্শনী -১
২। জামিরজুরী মৌজার আর এস ১২৭, ৩৯৮, ৫৪, ৫৬৫, ৩১০৪, ৫৫৬, ১৮৮৯, ২১২৬, ২৯৬, ২৩৯৯, ৩১০৮ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ২ সিরিজ
৩। আর এস - ১৯০৯, ২৫০৫, ১৩৬২, ২১৮, ২০৫৯, ২০৭৪, ৩১২, ৩১৩৯ নং খতিয়ান এর সি.সি	প্রদর্শনী ৩ সিরিজ
৪। পি এস ১১৫, ৩৭৪, ৪৫, ৪৩৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৪ সিরিজ
৫। জামিরজুরী মৌজার বি এস -১৯৩৭, ১০৭৩, ১৯৩৫, ১০৭২, ১০৭১, ১০৭৫, ১৯৩৮, ১৯৩৬, ১০৯৩, নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৫ সিরিজ
৬। ২৫/০৩/১৯৪৬ ইং তারিখের ১২০৫ নং মূল দলিলের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী-৬
৭। ২৩/০৬/১৯৫৩ ইং তারিখের ২৩৭৭ নং মূল দলিল	প্রদর্শনী-৭
৮। ২৩/০২/২০০৫ ইং তারিখের চুক্তিনামা	প্রদর্শনী-৮
৯। ওয়ারীশ সনদপত্র ২ ফর্দ	প্রদর্শনী-৯ সিরিজ
১০। ডি সি আর ৫ ফর্দ	প্রদর্শনী-১০ সিরিজ
১১। ইজারা ফি আদায়ের আবেদনপত্র	প্রদর্শনী-১১
১২। লীজ নোটিশ	প্রদর্শনী-১২
১৩। ইনফরমেশন স্লিপ	প্রদর্শনী-১৩

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ১১৪৬/২০১৩)

১৫) প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **আমমোক্তার মোঃ মোয়াজ্জেম (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। জামিরজুরী মৌজার আর এস- ২৯৬ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী -১
২। বি এস ১৯৩৮ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ২

৩। ২৩/০১/১৯৯৪ ইং তারিখের কবলার মূল কপি	প্রদর্শনী ৩
৪। ১২/০১/১৯৮৩ ইং তারিখের ৩০০ নং কবলার সি.সি	প্রদর্শনী-৪
৫। আম-মোক্তারনামা	প্রদর্শনী-৫
৬। গেজেট এর কপি	প্রদর্শনী-৬

১৬) অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা দোহাজারী ইউনিয়ন ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা **আনিছুল হক (Op.W.1)** কে পরীক্ষা করেছেন। **Op.W.1** কর্তৃক দাখিলী ক্ষমতাঅর্পন পত্র প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২১৪৮/২০১২)

১৭) **অলক কুমার মজুমদার (Pt.W.1)** এবং **আনিছুল হক (Op.W.1)** দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে প্রদত্ত বক্তব্যকে অনুসমর্থন পূর্বক জবানবন্দি প্রদান করেছেন। উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। **প্রার্থীকগণ নালিশী জারিমজুরী মৌজার তফসিলোক্ত ৩.১৭৫০ একর সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেন।** প্রার্থীকপক্ষে দাখিলীয় আর. এস. ২৯৬, ৩১২, ১৩৬২, ১৯০৯, ১৮৮৯, ২০৫৯, ২০৭৪, ২১১৮, ২১২৬, ২৩৯৯, ২৫০৫, ২৬৬৭, ৩১০৪, ৩১০৫ নং খতিয়ান এর সি.সি প্রদর্শনী- ১, ১(ক)-১(ড) পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ান সমূহে নালিশী দাগাদি আন্দরে অন্যানোর সাথে রেকর্ডীয় মালিক গনেশ চন্দ্র ছিলেন। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় ওয়ারীশদ সনদ **প্রদর্শনী-৪** হতে প্রতীয়মান হয় যে, গনেশ চন্দ্র মরনে তৎ ত্যজ্যবিত্তে দুই পুত্র মুকন্দ শংকর মজুমদার ও ব্রজগোপাল মজুমদার মালিক হয়। প্রদর্শনী-১(ঢ) হতে প্রতীয়মান হয় আর. এস. ৩১০৮ নং খতিয়ানের সম্পত্তির মালিক ছিলেন রামকৃষ্ণ। প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে রামকৃষ্ণের উক্ত সম্পত্তি বকেয়া খাজনার দায়ে ২৪২/৫২ নং কর মামলা এবং ৪৩৩/৫২ নং করজারী মামলামূলে নীলাম হলে মুকুন্দ শংকর, ব্রজগোপাল, শশাঙ্ক মোহন, হরেন্দ্র লাল, রাজেন্দ্র নীলাম খরিদসূত্রে উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় দখল দেওয়ানী ও বয়নামা **প্রদর্শনী- ৮ ও ৮(ক)** পর্যালোচনায় উক্ত নিলামের সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, অত্র মামলার তফসিলোক্ত সম্পত্তি মুকন্দ শংকর মজুমদার ও ব্রজগোপাল মজুমদার পৈত্রিক ও নীলামসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার নিয়ত ছিলেন।

১৮) দরখাস্তকারী পক্ষের দাবিমতে মুকুন্দ শংকর এর মৃত্যুতে তাহার ০৪ পুত্র দীপক মজুমদার, পুলক মজুমদার, রূপক মজুমদার (১ নং প্রার্থীক) এবং অলক মজুমদার (২ নং প্রার্থীক) ছিল। প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় বি এস খতিয়ানসমূহ প্রদর্শনী- ২(ক)-২(ঙ),২(ঝ) পর্যালোচনায় দেখা যায় মুকুন্দ শংকরের পুত্র দীপক মজুমদার রূপক মজুমদার ও অলক মজুমদার এর নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়েছে। প্রার্থীকপক্ষের দাবি অনুসারে দীপকের মৃত্যুতে তৎ স্ত্রী-কন্যা ১৯৮১ সনের দিকে নিরুদ্দেশ হওয়ায় তৎ স্বত্ব

অপর তিন ভ্রাতা প্রাপ্ত হয়। দাখিলীয় ওয়ারীশ সনদপত্র **প্রদর্শনী-৪(ক) ও প্রদর্শনী-৪(খ)** পর্যালোচনায় ইহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। প্রদর্শনী-৭ হতে প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তীতে মুকুন্দু শংকরের অপর পুত্র পুলক মজুমদার ভারতবাসী হয়েছিলেন।

১৯) অত্র মামলায় দাখিলীয় গেজেট **প্রদর্শনী- ১০ এবং** লীজ এগ্রিমেন্ট **প্রদর্শনী-৭** পর্যালোচনায় দেখা যায় গনেশ চন্দ্র মজুমদারের পুত্র **ব্রজ গোপাল মজুমদার** এবং মুকুন্দু শংকর মজুমদারের পুত্র **পুলক মজুমদার ভারতবাসী হওয়াতে তাদের স্বত্বীয় ৩.১৭৫ একর ভুমি অর্পিত** শ্রেনীভুক্ত হয় যা গেজেটের ৩১৮ নং ক্রমিকে অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। **প্রদর্শনী-৭** ইজারা চুক্তিপত্র হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রার্থীকগণ ভি.পি ২৬১/৮২-৮৩ নং মামলা মূলে তফসিলোক্ত সম্পত্তি গত ০৮/০৩/১৯৮৭ ইং তারিখে ইজারা প্রাপ্তে ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। প্রার্থীকপক্ষ ভারতবাসীগনের উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার এবং ইজারামূলে ভোগদখলকার থাকায় তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেছেন।

২০) অত্র মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত রয়েছে যা আগে আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। ইতোমধ্যে পেয়েছি যে, ব্রজগোপাল মজুমদার ও পুলক মজুমদার ভারতবাসী হলে তাদের সম্পত্তি ভি.পি মামলা নং-২৬১/৮২-৮৩ মূলে অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়। প্রশ্ন হলো ১৯৮২-৮৩ ইং সনের দিকে কোন সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত করার কোন সুযোগ বা আইনগত ভিত্তি আছে কিনা ?

২১) এ বিষয়ে **Laxmi Kanta Roy vs Upazilla Nirbahi Officer and another, 46 DLR 136** মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত খুবই প্রাসঙ্গিক। উক্ত মামলায়----- " Question arose whether the institutuion of the VP case No.142 of 1980 was maintainable in the eye of law. The High Court Division considering that the Defence of Pakistan Ordinance and Rules came in the year 1965 were repealed in the year 1969 but by Ordinance No.1 of 1969 some of the provisions of the Defence of Pakistan Rules were kept alive and continued and thereafter by Act No XLV of 1974, the Ordinance No.1 of 1969 was repealed on 23-03-1974, held that after the repeal of Ordinance No.1 of 1969 on 23-03-1974 the authority was not competent to start such Vested property proceeding in the eye of law and that the Law on Enemy Property itself died with the repeal of Ordinance No.1 of 1969 dated 23-03-1974 and accordingly , no other vested property case can be started thereafter on the basis of law which is already dead and concluded in holding that the starting of vested property case No 142 of 1980 is absolutely without jurisdiction and has no legal basis at all.

২২) পরবর্তীতে আপীল বিভাগ Aroti Rani Paul vs Sudharshan Kumar Paul and Ors 56 DLR (AD) 11 মামলায় সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে " -----since the law of enemy property itself died with repeal of Ordinance No1 of 1969 on 23-03-1974 , no further vested property case can be started thereafter on the basis of law which is already dead." অনুরুপভাবে মহামান্য আপীল বিভাগ Saju Hossain Vs Bangladesh reported in 58 DLR (AD) 177 মামলায় একই সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছেন।

২৩) উচ্চ আদালতের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ২৩/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের পর থেকে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা যাবে না এবং কোন ভি.পি মামলা চালু হলে তা হবে সম্পূর্ন বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। অত্র মামলায় দেখা যায় ভি.পি কেস নং ২৬১/৮২-৮৩ মূলে ২৭/০৩/১৯৮৩ ইং তারিখে তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, অত্র মামলার তফসিলোক্ত সম্পত্তি বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২৪) প্রার্থীপক্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে ও লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেছেন। *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন *২০০১ এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

২৫) প্রার্থীপক্ষে দাখিলী ওয়ারীশ সনদপত্র, প্রদশর্নী-৪ ও ৪(ক) হতে দেখা যায়, ভারতবাসী ব্রজগোপাল মুজমদার ও পুলক মজুমদার প্রার্থীকগনের আপন কাকা ও ভ্রাতা হয়। **তাদের কোন ওয়ারীশ পুত্র কন্যা বর্তমানে বিদ্যমান আছে মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমান পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়** প্রার্থীকদ্বয় ভারতবাসী কাকা ও ভ্রাতার তফসিলোক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীকগন মূল মালিকের অনুপস্থিতিতে তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হওয়ায় ও দাবিকৃত সম্পত্তি লীজমূলে ভোগ দখলকার থাকায় উহা অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে আমি বিবেচনা করি।

২৬) প্রদর্শনী -১ আর এস ২৯৬ নং খতিয়ানের সি.সি হতে দেখা যায়, প্রার্থীকগনের পূর্ববর্তী গণেশ চন্দ্র উক্ত খতিয়ানে ।।. (আট আনা) অংশে মালিক ছিলেন। সে অনুসারে তিনি আর এস ৩১৮৬ দাগে ১১ শতক, ৩৪৬৮ দাগে ৫ শতক এবং ৩৯৫৭ দাগে ১৫ শতক ভুমি প্রাপ্ত হন। প্রার্থীকপক্ষ দ্বারা ইহা স্বীকৃত

যে, প্রার্থীকগণ নালিশী আর এস ২৯৬ খতিয়ানের ৩১৮৬/৩৪৬৮/৩৯৫৭ নং দাগাদিতে তাদের স্বত্বীয় সম্পূর্ন ভুমি ১২/০১/১৯৮৩ ইং তারিখের ৩০০ নং কবলামূলে ওবেদুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করিয়াছেন। উক্ত কবলা (১১৪৬/১৩ মামলার প্রদ-৪) পর্যালোচনায় উল্লিখিত তিন দাগে ৩২ শতক ভুমি হস্তান্তর হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। আর এস ৩৯৫৭ নং দাগ লীজ এগ্রিমেন্টে উল্লেখ থাকলেও গেজেটে উল্লেখ না থাকায় প্রার্থীকপক্ষ তফসিলোক্ত আর এস ৩১৮৬/৩৪৬৮ দাগাদির ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনা করেননি। আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায়, নালিশী তফসিল হতে ৩১৮৬/৩৪৬৮ নং দাগ দুইটি কর্তন করা হয়েছে। (১৯/০৪/২০১৮ ইং তারিখের সংশোধনী আদেশমতে)। সুতরাং প্রার্থীকগনের প্রার্থিতমতে ১৯৮৩ ইং সনের ৩০০ নং কবলামুলে ৩১৮৬/৩৪৬৮ দাগে হস্তান্তরিত (১১+৫) = ১৬ শতক বাদে অবশিষ্ট (৩.১৭৫-১৬) = ৩.০১৫ একর ভুমি প্রার্থীকগণ অবমুক্তি পেতে পারেন মর্মে আমি বিবেচনা করি।

২৭) **ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যেহেতু তফসিলোক্ত সম্পত্তি সরকার বে-আইনী ভিত্তিহীন ও এখতিয়ানবহির্ভূত ভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে ক শ্রেনীভুক্ত করিয়াছে সুতরাং প্রার্থীকগণ ইতোমধ্যে অবমুক্তিযোগ্য কোন সম্পত্তি অন্যত্র হস্তান্তর করিয়া থাকলে উক্ত হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তিতে হস্তান্তর গ্রহীতাদের স্বত্ব স্বার্থে কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না এবং উক্ত সম্পত্তি তাহারা অবমুক্তি পাবার অধিকারী হইবেন। যেহেতু প্রার্থীকপক্ষ নালিশী আর এস ২৯৬ খতিয়ানের ৩১৮৬/৩৪৬৮/৩৯৫৭ নং দাগাদিতে তাদের স্বত্বীয় সম্পূর্ন ভুমি ওবেদুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করিয়াছেন, সুতরাং গেজেট উল্লেখিত ৩১৮৬/৩৪৬৮ দাগে প্রার্থীকগনের অংশীয় ও স্বত্বীয় ১৬ শতক ভুমি ওবেদুর রহমান বা তৎ ওয়ারীশগণ বা পরবর্তী হস্তান্তর গ্রহীতাগণ বরাবর অবমুক্তি দেওয়া যেতে পারে মর্মে আমি বিবেচনা করি।**

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ১১৪৬/২০১৩)

২৮) **অত্র মামলার মূল প্রার্থীক মোঃ নুরুল ইসলামের মৃত্যুতে তাহার পুত্র ১(ক)-১(ঘ) নং প্রার্থীক হয়। সকলের পক্ষে আম-মোক্তার ১(ক) নং প্রার্থীক মোঃ মোয়াজ্জেম (Pt.W.1)** এবং আনিছুল হক **(Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন। ট্রাইবুন্যাল ২১৪৮/২০১২ নং মামলার পর্যালোচনা দৃষ্টে যেহেতু উক্ত মামলার প্রার্থীক রুপক কান্তি ও অলক কান্তি দাবিকৃত ৩.১৭৫ একর সম্পত্তির মধ্যে গেজেট উল্লেখিত **৩১৮৬/৩৪৬৮ নং** দাগে ১৬ শতক ভুমি হস্তান্তর করায় অবশিষ্ট ৩.০১৫ একর ভুমি অবমুক্তি পাবেন মর্মে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেহেতু হস্তান্তরিত উক্ত ১৬ শতক ভুমি খরিদ্দার ওবেদুর রহমান বা তৎ ওয়ারীশগন প্রার্থীক না হলেও অবমুক্তি পেতে কোনরুপ বাধা আছে বলে আমি মনে করি না।

২৯) অত্র মামলার প্রার্থীকগণ নালিশী আর এস ২৯৬ খতিয়ানের আর এস ৩১৮৬ দাগের সামিল বি এস ১৯৩৮ খতিয়ানরে ৪৪৫৭ নং দাগের আন্দরে ৫.৫০ শতক ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থীকগণ উক্ত সম্পত্তি ভুলক্রমে রাজেন্দ্র গং মালিক উল্লেখে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে গেজেটভুক্ত করা হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন। দাখিলীয় আর এস ২৯৬ খতিয়ান **(প্রদর্শনী)-১** হতে দেখা যায়, উক্ত

খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তিতে শ্রী গনেশ চন্দ্র এককভাবে।।. (আট আনা) অংশে এবং শশাঙ্ক, হরেন্দ্র ও রাজেন্দ্র গং একত্রে ।।. (আট আনা) অংশে মালিক ছিলেন। গেজেটের ফটোকপি **(প্রদর্শনী-৬) হতে পাই যে,** ৬৮/৭৫-৭৬ নং ভি.পি কেস মূলে নালিশী ২৯৬ খতিয়ানের আর এস ৩১৮৬ ও ৩৪৬৮ দাগের ভুমি অর্পিত হয়েছিল যাহার মালিক ছিল আর এস রেকর্ডী শশাংক ও রাজেন্দ্র মজুমদার। একইভাবে ট্রাইঃ ২১৪৮/২০১২ নং মামলায় দাখিলীয় গেজেট প্রদর্শনী- ১০ হতে দেখা যায়, অপর আর এস রেকর্ডী গনেশ চন্দ্রের ওয়ারীশ ব্রজগোপাল ও পুলক চন্দ্রের স্বত্বীয় আর এস ৩১৮৬ ও ৩৪৬৮ দাগের ভুমিও ভি.পি ২৬১/৮২-৮৩ মূলে অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়েছিল। প্রতীয়মান হয় যে গনেশ চন্দ্রের ওয়ারীশ ব্রজগোপাল গং এবং শশাংক মোহন গং তর্কিত আর এস ৩১৮৬ দাগে অংশানুসারে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শশাংক মোহন গং নালিশী ২৯৬ খতিয়ানে ৩১৮৬ দাগের ভুমিতে ।।. আটা আনা অংশে ১১ শতকে মালিক ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় শশাংক ও রাজেন্দ্র এর নামে ৩১৮৬ দাগের ভুমি ভুলক্রমে অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়েছে মর্মে প্রার্থীকপক্ষের এমন দাবি সঠিক নয় বলে আমি মনে করি।

৩০) প্রার্থীকগনের পিতা নুরুল ইসলাম প্রথমে তফসিলোক্ত ৫.৫০ শতক ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনায় মামলা করলেও দেখা যায় মামলা চলাবস্থায় তিনি উক্ত সম্পত্তি প্রার্থীকগণ বরাবর দান করেছেন। **প্রদর্শনী-৭** হতে উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে, উক্ত সম্পত্তি সহ ২২ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকগনের পিতা নুরুল ইসলাম ২৩/০১/১৯৯৪ ইং তারিখের ১৩৫ নং কবলামূলে ওবেদুর রহমানের ওয়ারীশগণ হতে খরিদ করেছেন। **প্রদর্শনী-৩** হতে ইহা প্রমাণিত। প্রার্থীকগনের দাবিমতে উক্ত কবলা মূলে মোঃ নুরুল ইসলাম নালিশী আর এস ৩১৮৬/৩৯৫৭ দাগ সামিল বি এস ৪৪৫৭/৩৯৮৫ দাগের আন্দরে ২২ শতক ভুমি খরিদ করলেও আপোষে ৩১৮৬ দাগ সামিল বি এস ৪৪৫৭ দাগে সম্পূর্ন ২২ শতকে দখল প্রাপ্ত হন। কিন্তু ওবেদুর রহমান নামীয় উক্ত ৩০০ নং কবলা (প্রদর্শনী-৪) পর্যালোচনায় দেখা যায়, নুরুল ইসলামের বায়া ওবেদুর রহমান নালিশী আর এস ৩১৮৬/৩৪৬৮/৩৯৫৭ দাগের আন্দরে ৩২ শতক ভুমি রুপক মজুমদার ও অলক মজুমদার হতে খরিদ করেছিলেন। উক্ত দলিলে ওবেদুর রহমান নালিশী ৩১৮৬ দাগ বা অন্য কোন দাগে আপোষে দখল প্রাপ্ত হয়েছেন এমনটি পাওয়া যায়নি। দলিলে সুনির্দিষ্ট দাগ উল্লেখে দখল না থাকায় ওবেদুর রহমান উক্ত তিন দাগের আন্দরেই ৩২ শতক ভুমিতে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। ওবেদুর রহমানের নালিশী ৩১৮৬ দাগে সম্পূর্ণ ২২ শতক সম্পত্তি দাবি করার কোন সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না। কেননা ৩১৮৬ দাগে শশাংক মোহন গং ।।. আট আনা অংশে অর্থাত অর্ধেক ১১ শতকে স্বত্ববান হন। এরুপ প্রেক্ষাপটে ওবেদুর রহমানের ওয়ারীশগণ কর্তৃক প্রার্থীকগনের পিতা নুরুল ইসলমাকে ৩১৮৬/৩৯৫৭ দাগ উল্লেখ করিয়া ৩১৮৬ দাগে সম্পূর্ন ২২ শতক ভুমির আপোষে দখল হস্তান্তর কোনভাবেই আইনসম্মত হয়নি। যার প্রেক্ষিতে প্রার্থীকগনের নালিশী ৩১৮৬ দাগে সর্ম্পূণ ২২ শতকে স্বত্ব দাবি করার কোন সুযোগ নেই বলে আমি বিবেচনা করি।

৩১) প্রার্থীকগণ নালিশী ৩১৮৬ দাগের সম্পূর্ন ২২ শতকে স্বত্ব স্বার্থ বিদ্যমান ধরে নিয়ে শশাংক মোহন দের নামে ভুলক্রমে নালিশী ৩১৮৬ দাগে ৫.৫০ শতক ভুমি অর্পিত হবার দাবি করেছেন। যেহেতু ৩১৮৬

দাগে শশাংক মোহন গং ।।. আট আনা অংশে অর্থাত অর্ধেক **১১** শতকে স্বত্ববান ছিলেন সেহেতু নালিশী ৩১৮৬ দাগে তাদের অংশীয় ভুমি অর্পিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রার্থীকগণ শশাংক মোহন গং দের মালিকানাধীন উক্ত সম্পত্তি কোনভাবেই অবমুক্তি পাবার অধিকারী হবেন না। এমতাবস্থায় প্রার্থীকগনের দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এভাবে অত্র মামলার বিচার্য বিষয় প্রার্থীকপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩৩৫৮/২০১২)

৩২) তুষার কান্তি মজুমদার (Pt.W.1) এবং **আনিছুল হক (Op.W.1)** দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে প্রদত্ত বক্তব্যকে অনুসমর্থন পূর্বক জবানবন্দি প্রদান করেছেন। উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। **প্রার্থীক স্বপন কুমার মজুমদার গং নালিশী ২ নং তফসিলোক্ত জামিরজুরী মৌজার ৫.৪০ একর সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে দাবি করেছেন।**

৩৩) দাখিলী সরকারী গেজেট **প্রদর্শনী-১ দৃষ্টে,** শশাংক মজুমদার ও রাজেন্দ্র মজুমদারের মালিকানাধীন ৪.৯২ একর সম্পত্তি সর্বপ্রথম ২০.০১.১৯৭৬ ইং তারিখে ভি.পি কেস নং ৬৫/৭৫-৭৬ মূলে অর্পিত হয়। পরবর্তীতে উক্ত সম্পত্তি সহ কতেক সম্পত্তি মিলে ৫.৪০ একর ভুমি পুনরায় ভি.পি কেস নং ২০১/৮০-৮১ মূলে অর্পিত হয়। **প্রদর্শনী-১** ও লীজ এগ্রিমেন্ট **প্রদর্শনী-৮ দৃষ্টে,** গেজেটের ৩০৯ নং ক্রমিকে প্রকাশিত উক্ত সম্পত্তির তফসিলে আর এস খতিয়ান, দাগ নম্বর ও জমির পরিমানে ভুল অর্থাত মুদ্রনজণিত ত্রুটি রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিতে প্রার্থীকপক্ষ মামলার সুষ্ঠ নিষ্পত্তি ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে দরখাস্তে অশুদ্ধ তফসিলের পাশাপাশি ২ নং শুদ্ধ তফসিল প্রদান করেছেন যাহা যা বিরোধীয় তফসিল হিসাবে গন্য করিব। সংশোধিত শুদ্ধ ২ নং তফসিল বিষয়ে সরকার প্রতিপক্ষ হতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।

৩৪) প্রার্থীকপক্ষ নালিশী ২ নং তফসিলোক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত আর. এস. খতিয়ান নং ১২৭, ৩৯৮, ৫৪, ৪৬৫, ৩১০৪, ২১২৬, ২১১৮, ১৯০৯, ২৫০৫, ১৮৮৯, ১৩৬২, ২০৫৯, ২৩৯৯, ৫৫৬, ২০৭৪, ২৯৬, ৩১২, ও ৩১০৮ নং খতিয়ান এর সি.সি কপি দাখিল করেছেন যাহা **প্রদর্শনী- ২, ২(ক)-২(ঞ) এবং প্রদর্শনী- ৩, ৩(ক)-৩(চ)** হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

৩৫) আর এস ১২৭ ও ৩৯৮ নং খতিয়ান **প্রদ-২ ও ২(ক)** হতে পাই যে, উক্ত খতিয়ান সম্পত্তির মালিক ছিলেন প্যারি মোহন। **প্রদর্শনী-৬** হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত প্যারি মোহনের ওয়ারীশ পুত্র ও নাতী ২৫/৩/১৯৪৬ ইং তারিখে ১২০৫ নং কবলামুলে উক্ত দুই খতিয়ানের সম্পূর্ন সম্পত্তি শশাংক মোহন মজুমদার, হরেন্দ্র লাল মজুমদার ও রাজেন্দ্র লাল মজুমদার বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রার্থীপক্ষের দাখিলীয় আর এস ৫৪ নং খতিয়ান **প্রদ-২(খ)** এবং আর এস ৪৬৫ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী-২(গ)** পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত খতিয়ান দ্বয়ে বিরাজ চন্দ্র বার আনা অংশ করে মালিক ছিলেন। বিরাজের মৃত্যু তৎ পুত্র রেবতী

মোহন দে উভয় খতিয়ানে প্রাপ্ত ৪৫ শতক ভূমি ২৩/০৬/৫৩ ইং তারিখে ২৩৭৭ নং কবলামুলে হরেন্দ্র লাল ও রাজেন্দ্র লাল বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-৭ পর্যালোচনায় উক্ত হস্তান্তরের সত্যতা পাওয়া যায়।

৩৬) প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় **প্রদর্শনী-২(ঘ)** আর এস ৩১০৪ নং খতিয়ান, **প্রদর্শনী-২(ছ)** আর এস ২১২৬ নং খতিয়ান, **প্রদর্শনী-৩** ১৯০৯ নং খতিয়ান, **প্রদর্শনী ৩(ক)** ২৫০৫ নং খতিয়ান, **প্রদর্শনী-২(জ)** ২৯৬,নং খতিয়ান ও **প্রদর্শনী-৩(খ)** ১৩৬২ নং খতিয়ানের সি.সি সমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় উক্ত খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তিতেও শশাংক মোহন, হরেন্দ্র লাল ও রাজেন্দ্র লাল খতিয়ান বর্নিত অংশমতে মালিক দখলকার ছিলেন।

৩৭) প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় আর এস ৩১০৮ নং খতিয়ান **প্রদর্শনী- ২(ঞ)** পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় উক্ত খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন রাম কৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ উক্ত সম্পত্তি ভোগদখলকার থাকাবস্থায় বকেয়া খাজনার দায়ে তার রিবুদ্ধে ২৪২/১৯৫২ নং কর মামলা হয়। পরবর্তীতে ৪৩৩/১৯৫২ নং করজারি মামলা মুলে তাহার সম্পত্তি নিলাম হলে মুকুন্দু শংকর, ব্রজগোপাল, শশাঙ্ক মোহন, হরেন্দ্র লাল ও রাজেন্দ্র লাল নিলাম খরিদ্দার হন এবং বয়নামা ও দখলনামা প্রাপ্ত হন। ২১৪৮/২০১২ মামলায় প্রার্থীপক্ষের দাখিলীয় দখল দেওয়ানী ও বয়নামা **প্রদর্শনী- ৮ ও ৮(ক)** পর্যালোচনায় উক্তরুপ দাবির সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। এছাড়া প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় আর এস খতিয়ান নং ১৮৮৯ **প্রদর্শনী- ২(চ)**, ২০৫৯ **প্রদর্শনী-৩(ঘ)**, ২৩৯৯ **প্রদর্শনী-২(ঝ)**, ৫৫৬ **প্রদর্শনী-২(ঙ)**, ২০৭৪ **প্রদর্শনী-৩(ঙ)**, ২১১৮ **প্রদর্শনী-৩(গ)** ও ৩১২ **প্রদর্শনী-৩(ছ)** হতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ানভূক্ত সম্পত্তিতেও শশাংক গং স্বত্ববান ও মালিক দখলকার ছিলেন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, জামিরজুরী মৌজার অর্পিত সম্পত্তির গেজেটের ৩০৯ নং ক্রমিকে যে সকল খতিয়ানের সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে অন্তর্ভূক্তি হয়েছে উক্ত সকল খতিয়ানে শশাংক মোহন রাজেন্দ্র লাল মজুমদার ও হরেন্দ্র লাল মজুমদার স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন।

৩৮) সরকারী গেজেট (প্রদর্শনী-১) এবং বি এস খতিয়ান নং- ১৯৩৭, ১০৭৩, ১৯৩৫, ১০৭২, ১০৭১, ১০৭৫, ১৯৩৮, ১৯৩৬ ও ১০৯৩ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদ- ৫, ৫(ক)-৫(জ) পর্যালোচনায় দেখা যায়, শশাংক মোহন ও রাজেন্দ্র লাল ভারতবাসী হন এবং তাদের অপর ভ্রাতা হরেন্দ্র লাল এর তিনপুত্র যথা স্বপন কুমার মজুমদার শিশির কান্তি মজুমদার ও তুষার কান্তি মজুমদার অর্থাত দরখাস্তকার দের নামে বি এস খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়।

৩৯) জামিরজুরী মৌজার ক তফসিলের গেজেট **প্রদর্শনী- ১ এবং** লীজ এগ্রিমেন্ট প্রদর্শনী-৮ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শশাংক মোহন মজুমদার ও রাজেন্দ্র লাল মজুমদার **ভারতবাসী হওয়ায় তাদের মালিকীয় তফসিলোক্ত ৫.৪০ একর ভূমি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে** শ্রেনীভূক্ত হয়। প্রার্থীকগণ ভি.পি ২০১/৮০-৮১ নং মামলার তফসিলোক্ত অর্পিত সম্পত্তি গত ১৭/১১/১৯৮৪ ইং তারিখে ইজারা গ্রহণপূর্বক ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। প্রার্থীকগণ ভারতবাসী ব্যাক্তিদের ভ্রাতুষপুত্র হিসাবে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার এবং ইজারামূলে ভোগদখলকার থাকায় তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তির দাবি করেছেন।

৪০) ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২১৪৮/২০১২ তে পেয়েছি যে, ২৩/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের পর থেকে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হলে উহা সম্পূর্ন বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত হইবে। অত্র মামলায় দেখা যায় ভিপি কেস নং-৬৮/৭৫-৭৬ মূলে ২০/০১/১৯৭৬ ইং তারিখে এবং ভি.পি কেস নং ২০১/৮০-৮১ মূলে ২৪/১২/১৯৮০ ইং তারিখে তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, অত্র মামলার তফসিলোক্ত সম্পত্তি বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৪১) যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, প্রার্থীপক্ষ উত্তরাধিকার সূত্রে সহ-অংশীদার ও লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী। *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন ২০০১ *এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

"যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

প্রার্থীপক্ষে দাখিলী ওয়ারীশ সনদপত্র, প্রদশর্নী-৯ ও ৯(ক) হতে দেখা যায়, ভারতবাসী শশাংক মোহন ও রাজেন্দ্র লাল প্রার্থীকগনের আপন কাকা হয়। **তাদের কোন ওয়ারীশ পুত্র কন্যা বর্তমানে বিদ্যমান আছে মর্মে সাক্ষ্য প্রমান হতে পাওয়া যায়নি। সুতরাং** প্রার্থীকগণ ভারতবাসীদের ভ্রাতুষপুত্র হিসাবে তফসিলোক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হবেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রার্থীক মূল মালিকের অনুপস্থিতিতে তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারসূত্রে সহ-অংশীদার হওয়ায় ও দাবিকৃত সম্পত্তি লীজমূলে ভোগ দখলকার থাকায় উহা অবমুক্তি পাবার অধিকারী মর্মে আমি বিবেচনা করি।

৪২) সার্বিক পর্যালোচনায় অত্র আদালত এরুপ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২১৪৮/২০১২ এর প্রার্থীক অলক কুমার মজুমদার ও রুপক কান্তি মজুমদার এর অনুকুলে জামিরজুরী মৌজার তফসিলোক্ত ৩.১৭৫ একর ভুমি মধ্যে **৩.০১৫ একর** ভুমি অবমুক্তি পাবেন এবং তফসিল হতে কর্তিত **৩১৮৬/৩৪৬৮ দাগে তাদের অংশীয় ও স্বত্বীয় অবশিষ্ট ১৬ শতক ভুমি** অলক কুমার ও রুপক কান্তি হতে খরিদসূত্রে যারা মালিক হয়েছেন তাদের বরাবর অবমুক্তি দেওয়া যেতে পারে। একইভাবে ৩৩৫৮/২০১২ নং মামলার প্রার্থীক স্বপন কুমার মজুমদার , শিশির কান্তি মজুমদার ও তুষার কান্তি মজুমদার দরখাস্ত বর্নিত জামিরজুরী মৌজার ২ নং তফসিলোক্ত ৫.৪০ একর ভুমি অবমুক্তি পেতে পারেন। অপরদিকে, ১১৪৬/২০১৩ মামলার প্রার্থীকগণ তফসিল বর্নিত আর এস ৩১৮৬ দাগে শশাংক মোহন গং এর অংশীয় ও স্বত্বীয় দাবিকৃত ৫.৫০ শতক ভুমি অবমুক্তি পাবার হকদার হইবেন না মর্মে

সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সুতরাং ২১৪৮/২০১২ ও ৩১৮৬/২০১২ নং মামলার বিচার্য বিষয় প্রার্থীকের অনুকুলে এবং ১১৪৬/২০১৩ নং মামলার বিচার্য বিষয় প্রার্থীকপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ২১৪৮/২০১২ ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। জামিরজুরী মৌজার তফসিল বর্নিত ৩.১৭৫ একর ভুমি হতে **৩.০১৫ একর** সম্পত্তি প্রার্থীক **অলক কুমার মজুমদার ও রূপক কান্তি** বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৪ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

একইভাবে অপর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৩৩৫৮/২০১২ ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হল। জামিরজুরী মৌজার তফসিল বর্নিত **৫.৪০ একর** সম্পত্তি প্রার্থীক **স্বপন কুমার মজুমদার, শিশির কান্তি মজুমদার ও তুষার কান্তি মজুমদার** বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

এছাড়া ১১৪৬/২০১৩ নং মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসুত্রে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।